এক টুকরো অনুভূতি.....

কিছু প্রশ্ন

❖ দেবাশিষ দাস।

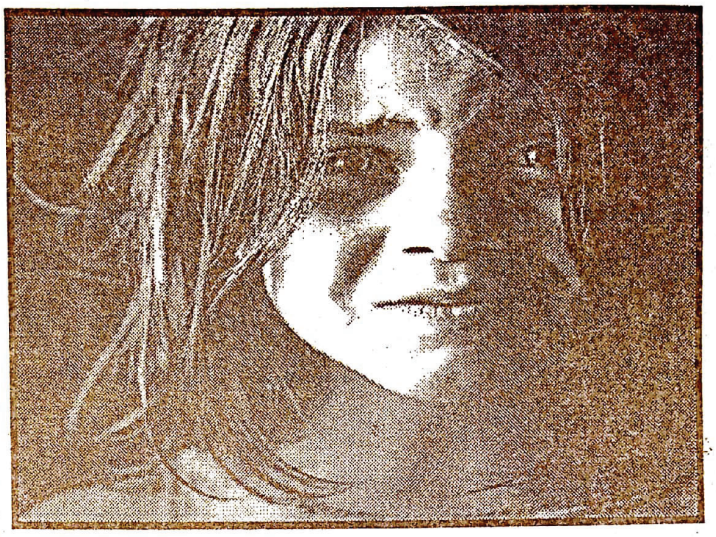

সেদিন যখন চারমিনারের ধোঁওয়ায় বৃষ্টি ভেজা পড়ন্ত বিকেলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জীবনের আস্বাদ নিচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ অর্ধনগ্ন, বছর দশেকের একটি শিশু, ফ্যাকাসে মুখ, শরীরে কাদার ছোপ, আমার সাদা পাঞ্জাবিটা ধরে টানতে লাগল। পাঞ্জাবি থেকে ওর হাতটা সরিয়ে বিরক্তির সুরে ওকে বললাম, "এই যা এখান থেকে, হচ্ছেটা কি এই সব ?" শিশুটি আমায় বলল, "যাইমু গিয়া, পাঁচটা টাকা দেনা , ভাত খাইতাম" আর তাকিয়ে রইল আমার দিকে এক করুন দৃষ্টি নিয়ে। কথাগুলো আমাদের প্রায়ই শোনা, কিন্তু কেন জানিনা, সেদিন ওই কথাগুলো মনের দরজায় নাড়া দিয়ে গেল। শিশুটিকে বললাম, এই তোর নাম কি ? আর পাঁচ টাকায় পেট ভরে খাবার পাবি ? আমার নাম 'অপু', আর সে এও বলল, "জানি পাইতাম না, কিন্তু কিছু তো খাইতাম পারমু, আইজ সারাদিন কিছু খাইছি না, পেটেও বেতালা খিদা লাগছে"। ওকে বললাম, "কতো টাকা পেলে, তুই পেট ভরে খেতে পারবি"? "পইঞ্চাশ টেকা, চল্লিশ টেকার ভাত, সবজি, আর দশ টেকার ডাইল"। পাঞ্জাবির পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, "এই নে, আর যা, গিয়ে পেট ভরে খেয়ে আয়।" টাকাটা নিয়ে ও এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি পেট ভরি খাইলেউ কিতা অইল, বাড়িত মা বুবু, তারাও আইজ খাইছে না"। এরপর আমায় বলল "তুই ওউ টেকা দিয়া আমারে কিছু কিনি দেস্ না"।

বছর দশেকের সামান্য এক রাস্তার শিশু, সেই বিকেলবেলায় অনেক কিছু ভাবিয়ে গেল, অনেক কিছু শিখিয়ে গেল। দুপা হেঁটে, সামনের দিকে এগিয়ে, গোটা চারেক ডিম, কিলো দুই চাল, আর আধ কিলো আলু কিনে ওকে দিলাম। চলার পথে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে তোর বাবা কোথায়"? বলল, "জানিনা, মায়ে কইছইন বাবা গেছইনগি। মায়ে তো বেশি কিচ্ছু করতা পারইন না, তান হাত এগু ভাঙ্গা।" ওকে বললাম, "কিরে তুই পড়াশোনা করিস না?" যেতে যেতে ও বলে গেল, "পড়লে ভিক্ষা করতাম পারতাম নায়, আর ভিক্ষা না করলে বাড়ির হকলর পেটে দানাও পড়ত নায়", ...বলতে বলতে শিশুটি চলে গেল.....

শিক্ষা ! কি আশ্চর্যভাবে নব নব রূপে হাজির হয় আমাদের সামনে। একদিকে সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত লোক। যাদের বাড়িতে বইয়ের তাকে সাজানো হাজারো দামী দামী বই, এমনকি বইমেলায় গিয়েও ভালো বইয়ের অভাববোধ হয় তাদের কাছে, আরেকদিকে সমাজের বুদ্ধিজীবি মহল, যারা সমাজকে আলো দেখানোর জন্য সদাই তৎপর, অথচ নিজ সহধর্মিনীর অনুপ্রেরনায় ওই তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের অনেকেরই জনক জননীর স্থান হয় – বৃদ্ধাশ্রমে।

এক জন ভদ্র শিক্ষিত লোক থেকে ওই বছর দশেকের অর্ধনগ্ন শিশুটি যেন পুরোদস্তুর শিক্ষিত। সকলকে সাথে নিয়ে অন্তত এক বেলা হলেও সবার সাথে বসে খাবার ইচ্ছে তার।

স্মৃতিপটে, আপন শৈশবের প্রতিচ্ছবি ভেসে এল। যখন আমারও বয়স নয়-দশ, বাবা কোনোদিন

Scanned by CamScanner

স্কুটারে তো কোনোদিন গাড়ি করে স্কুলে দিয়ে আসতেন, টিফিনের সময় টিফিনের কৌটোয় কোনোদিন Egg Toast, তো কোনোদিন রুটি জ্যাম। বিকেলে বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্তে খেয়ে হয় টম এন্ড জেরি দেখতাম নয়ত Drawing Book নিয়ে Drawing করতাম।

খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে বাবা কতটুকু পরিশ্রম করলেন, মা খাবার খেয়েছেন কিনা, তা ভাববার অবকাশও নেই, হয়ত নেই বোধশক্তিও। শৈশব থেকেই জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে আমরা শিখে গেলাম নিজেকে কিভাবে আরও ভাল করে গড়া যায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছুই একেবারে PERFECT হওয়া চাই। কিন্তু নিজের খেয়াল রাখতে গিয়ে যারা আমার খেয়াল রাখছে, যারা আমাকে 'আমি' বানিয়ে তুলেছে, তাদের দিকে থাকে শূন্য নজর। তাই যখন 'আমি' আমার 'PERFECT FAMILY' টার কথা ভাবি, তখন তাদের সরে যেতে হয়। চলে যেতে হয় নতুন এক জীবনে, সমাজ যাকে বলে 'বৃদ্ধাশ্রম'।

অনেক টাকা খরচ করে শুন্য জমিতে মাথা তোলে দাঁড়ায় সুদৃশ্য ভবন। নেতা মন্ত্রীরা এসে গলাভর্তি ভাষন দিয়ে উদ্বোধন করেন, ভাবটা যেন 'আহা কতনা পূন্যের কাজ করলাম!' বিভিন্ন সংস্থা এসে অনুষ্ঠান করে, কিন্তু নিজেদের পরিবার ছেড়ে, সন্তানের স্পর্শ ছেড়ে জীবনের সায়াহ্নে যারা এই নতুন পরিবেশে বুকে যন্ত্রনা নিয়েও, মুখে মিথ্যে হাসি দিয়ে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের অন্তরের বিরহকে, তাদের নিঃসঙ্গতাকে একবারো কি আমরা অনুভব করার চেষ্টা করেছি ? আজকের আমার 'আমি' হওয়ার পিছনে অন্যতম কারন আমার জন্ম। যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েছি, তখন ভাগ্যদেবী লিখেছিলেন হয়ত হাসি, নয়ত ক্ষিদের আদিম কষ্ট।

যদি জন্ম হত ঐ বছর দশেকের শিশুটির মায়ের গর্ভে, কি হত তখন? তখন হয়ত পড়াশোনা, প্রতিযোগীতা, ভোগ আকাঙ্খা শব্দগুলি থাকত আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আজ হয়ত REYMOND বা PETER ENGLAND এর কাপড় পরে পুজোতে বেরুচ্ছি, তখন হয়ত অর্ধনগ্ন অবস্থায় লজ্জা নিবারনটাই আসল হয়ে দাঁড়াত। পূজো? সেতো অনেক দূরে! আজ হয়ত মায়ের সাথে মন্দিরে জন্মদিনের পূজো দিলাম, তখন হয়ত দুটো পয়সার জন্য ঐ মন্দিরের বাইরে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আজ হয়ত কিশোর কবির কবিতা পাঠ করে কোনো কবিতা পাঠের আসরে প্রথম হলাম, তখন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি হয়ে কি ভাবে ক্ষুর্ধাতের সামনে এসে দাঁড়ায়, তা অনুভব করতাম।

তাহলে এই পৃথিবীতে আমার, তোমার, আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব কি শুধুমাত্র এ ছলনা, কল্পনা, নাকি অন্যকিছু ? শুন্য দৃষ্টি নিয়ে মেঘলা আকাশে চেয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম আকাশের পানে।

পড়ন্ত বিকেলে সিগারেটের ধোঁওয়ায় জীবনের আস্বাদ নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, আর বাড়ি ফেরার সময় সাথে ফিরল কিছু অনুভূতি, জাগল কিছু প্রশ্ন .....

যে আমায় পৃথিবীর আলো দেখালো, ছোট দুটি হাত ধরে পথ চলা শেখালো, ঝড়ের রাতে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখল, যে নিজে না খেয়ে, আমায় খাইয়ে শান্তি পেল, যার জন্য আমার অস্তিত্ব, সেই তাদেরই জীবনের শেষ ঠিকানা যদি হয় বৃদ্ধাশ্রম, তবে সমগ্র মানবজাতির মনুষ্যত্বের নিকট আজ সত্যিই কী বিরাট প্রশ্ন তার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে .....

আর যে অর্ধনগ্ন, শরীরে গন্ধ লোকেদের দেখে নাক সিঁটকিয়ে আজ চলে যাচ্ছিলাম, একটু দাঁড়িয়ে যদি ভেবে দেখি, আমার ঐ দামী রংবেরঙের খোলস ছেড়ে আজ আমি যদি তাদেরই কেউ হতাম, তখন? .....

রইলাম উত্তরের অপেক্ষায় আমার মনের কাছে, আর চলতে থাকব পথ ততদিন.....

* * * *

Scanned by CamScanner